ক্রিয়াশক্তি নাই। একথাও বলিতে পারা যায় না যে, জ্ঞান বা ক্রিয়া-শক্তি চৈতন্যস্বরূপ জীবের ধর্ম্ম। যেহেতু সেই জীবচৈতন্যের স্বতন্ত্ররূপে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, ঈশ্বরপ্রেরণার অধীন হইয়াই তাহার জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, চৈতন্যস্বরূপ জীবেরও জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি মুখ্যরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। কোনও দেবতাকর্ত্তৃক আবিষ্ট পুরুষের মত ঈশ্বরদত্ত চিদাভাস সংক্রমিত হইয়াই তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সেইজন্য জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্ম-চৈতন্যস্বরূপেরই মুখ্যধর্ম্ম—বিচারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেইরূপই উল্লেখ আছে। "দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনো ধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তিকর্ম্মস্বু" ইত্যাদি শ্লোকে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এ—সকলই যে পরমাত্মচৈতন্যশক্তি আবিষ্ট হইয়া অগ্নিশক্তি-আবিষ্ট লৌহের মত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে, স্বতন্ত্ররূপে কিছুই করিতে সমর্থ নয়। শ্রুতিতেও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমন ইতি ন ঋতে তৎক্রিয়তে কিঞ্চনারে"। সেই পরমাত্মা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, সেই চৈতন্য ভিন্ন কেহই কিছু করিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্য-আভাস আবিষ্ট হইয়াই যে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্যকরী ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে কোনও ইন্দ্রিয়ের কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। যদি এইরূপ সিদ্ধান্তই নির্দ্ধারিত হইল, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির যেস্থানে ত্রিগুণময় কার্য্যে প্রধানরূপে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই সেই জ্ঞান ও ক্রিয়ার গুণময় ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে কার্য্যে ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বরকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বাভাবিকই গুণাতীত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনিও ৮।৯।২৯ শ্লোকে দেবগণের অমৃতপান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যদ্‌যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভির্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্‌ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্‌ত্বাৎ সর্ব্বস্যতদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥

হে রাজন্! মানবগণ প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন, বাক্যসমূহের দ্বারা দেহ, পুত্র প্রভৃতির প্রতি যাহা কিছু করে, সে সমুদয়ই অসৎ অর্থাৎ বৃথা। যেহেতু সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে শাখায় জলসিঞ্চনের মত বহু অনুষ্ঠান করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারা যায় না। যেহেতুক প্রতিদেহাবিচ্ছিন্ন আত্মা পৃথক্‌জন্য পুত্রের প্রীতিসাধনে পিতার প্রীতিসাধন